দৈনিক ইত্তেফাক

JUL 06 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ প্রসঙ্গে

ডঃ মখদুম মাশরাফী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়ে ঐকমত্য সৃষ্টির আহবান জানিয়ে রাজনীতির শুদ্ধায়নের পক্ষে তার সততার পরিচয় রেখেছেন। এটি তাঁর যুগপৎ যুক্তিপূর্ণ ও যুগোপযোগী বক্তব্য ও অবস্থান। আন্দোলন গণতন্ত্রের যুগে ছাত্র রাজনীতির যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা ও গুরুত্ব থাকলেও বিনিয়োগ গণতন্ত্রের সূচনা-পর্বে সেই একই ভূমিকা পালনের সুযোগ আর ছাত্র রাজনীতির নেই। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিকৃতির ফলে ছাত্র রাজনীতির আদর্শ রূপ আজ বিপন্ন। ছাত্র স্বার্থের কথা না বলে ছাত্র রাজনীতি জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং দিন দিনই তা জাতীয় রাজনীতির বর্তমান বাণিজ্যায়িত রূপের আদলে চর্চিত হচ্ছে। টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস ইত্যাকার বিষয়গুলোর সাথে ছাত্র রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। এমন কি বয়সগত আবেগ ও উত্তেজনার কারণে তারা রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বেরও আর তোয়াক্কা করছে না। ফলে ছাত্র রাজনীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়িয়েছে কিছু সংগঠিত যুবকের লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসের বিষয়। এছাড়াও, অধিকাংশ ছাত্র এ রাজনীতির সাথে জড়িত নয়। সন্ত্রাস ভয়ে ছাত্র সমাজের সিংহভাগ রাজনীতির প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভাসমানভাবে জড়িয়ে পড়ে। তারাও মনে-প্রাণে ছাত্র রাজনীতি ঘৃণা করে এবং এ থেকে মুক্তির উপায় খোঁজে। কারণ, রাজনীতির জন্যে তাদের মৌলিক জীবন থেকে অনেক খেসারত দিতে হয়। সেশনজট, সেশনজটগত কারণে চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থতার সম্ভাবনা তাদের বিচলিত করে। এদেশে বার বার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্র রাজনীতির কারণে অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ থেকেছে। যার ফলে জাতি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানব সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানিকেতনগুলো যথার্থ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে বহুলভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর আরও পরিকল্পিত ও নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সরকারে থাকা অবস্থাতে এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিকে আইনে রূপান্তরিত করবার সুযোগ তাঁর রয়েছে। প্রয়োজনে হরতাল ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়ে রেফারেন্ডাম দেওয়াও সম্ভব। কিন্তু এর জন্যে ডিনামিক উদ্যোগ ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রয়োজন। প্রথমতঃ ব্যাপক জনমত সৃষ্টি জরুরী। সে সুযোগ সরকারের আছে। বিশেষতঃ সুপারিশ কমিটি যখন এ বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছে। কিন্তু জোট সরকারের কর্মানুবন্ধে যথেষ্ট স্থবিরতা আছে বলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর আগে বেগম জিয়া শিক্ষক রাজনীতির বিষয়ে একই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। সে বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় আমরা তাকে সমর্থনও জানিয়েছিলাম। সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ৭৩ অধ্যাদেশ সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। একটি কমিটিও গঠিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ কমিটির কয়েকটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কিছুদিন পর থেকে সে কমিটির কার্যাবলীর গতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়নি। এতদিনে ৭৩ অধ্যাদেশ বিল সংসদে পাস হয়ে যেতে পারত।

ছাত্র রাজনীতি বন্ধের জন্য জনমত সৃষ্টি প্রক্রিয়া সচল রেখে স্তরে স্তরে এর জন্যে পরিবেশ ও পটভূমি তৈরী করার, জন্যই ৭৩ অধ্যাদেশ জরুরীভিত্তিতে সংশোধন করা দরকার। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, ক্ষমতার জোরে একটা কিছু আধিপত্যবাদী সংশোধন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ঠিক রেখে এটি যাতে জাতীয় জীবনের প্রয়োজনীয় মনন সম্পদ সরবরাহ করতে পারে সেইভাবে এটি সংশোধন করা দরকার। এর জন্যে আমাদের প্রস্তাব ছিল উপাচার্য পদ ও অন্যান্য পদ যা এখন নির্বাচনভিত্তিক সেগুলোকে সিনিয়রিটি অনুযায়ী রোটেশনভিত্তিক করা, যেমন- বর্তমানে রয়েছে বিভাগীয় প্রধানের স্তরে। উপাচার্যকে ক্ষমতাহীন করে একাডেমিকভাবে মর্যাদাবান একটি পদে পরিণত করা। সেক্ষেত্রে সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করবে। উপ-উপাচার্যের পদ নির্মূল করা দরকার। এই ধরনের সংশোধনী আনলে গোষ্ঠীনির্ভর শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ হবে। গোষ্ঠীনির্ভর শিক্ষক রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিবেশকে মৌলিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কেননা নির্বাচনকে ঘিরে সারা বছর ক্লাস ও গবেষণার ক্ষতি করে শিক্ষকরা ব্যস্ত থাকছেন নির্বাচন নিয়ে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পরিবেশ মৌলিকভাবে নষ্ট হচ্ছে এবং শিক্ষকদের মধ্যে সংঘাত সম্পর্ক বিরাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ও সিনেট নির্বাচন ঠিক রেখে সব ধরনের নির্বাচন বাতিল করা জরুরী। তা না হলে গোষ্ঠিতা, বিকৃত ছাত্র রাজনীতি এবং ছাত্রদের লাশ হয়ে যাওয়া চলতেই থাকবে এবং ক্যাম্পাসগুলো অধ্যয়নের পরিবর্তে বাণিজ্যায়িত ছাত্র রাজনীতি ও সন্ত্রাসের আখড়া হয়েই থাকবে। এই সরল কথাটি কেন সরকারকে বুঝানো যাচ্ছে না এবং এই সরল কাজটি যা করতে সরকারের এতো দেরী হচ্ছে কেন তা বোধগম্য নয়।

৭৩ অধ্যাদেশ সংশোধনের মাধ্যমে ক্যাম্পাসকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সন্ত্রাসমুক্ত করা সম্ভব। এরপরেও যদি তেমন কিছু অবশিষ্ট থাকে তা সেই পরিস্থিতির আলোকে বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা নেয়ার প্রচুর অবকাশ থাকবে। সরকারকে আসলে আরো বেশী কূটনৈতিক হতে হবে। সরাসরি বক্তব্য দিয়ে ক্ষমতার পথ ধরে কোন কিছু করা গণতান্ত্রিক অর্থে অসঙ্গত হবে। প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার ছাত্র রাজনীতি বিষয়ক অবস্থান সঠিক ও উৎসাহব্যঞ্জক। সরকারের বরং উচিত হবে জনপ্রিয়তার অনুকূলে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়া। যেমন- নির্বাচনী ইস্তাহার অনুযায়ী এক্ষুণি স্থায়ী পে-কমিশন গঠন করা, বেকার যুবশক্তির জন্যে উপজেলা ভিত্তিক আর্থ কর্মসংস্থান প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করা। ৯১ সালের নির্বাচিত বিএনপি সরকার প্রথম দু'বছর যেরকম সৃষ্টিশীল, ইতিবাচক ও উৎপাদনময় পরিবেশ তৈরী করেছিল, সেরকমটি হলে জোট সরকার পুরো পাঁচ বছর সরকার পরিচালনা করতে পারবে এতে কোন সন্দেহ নেই। ইতিহাসে তার ইতিবাচক অর্জনকে নতুন ইতিবাচক ইতিহাস সৃষ্টিতে ব্যয় করতে অনুরোধ করব। অনুরোধ করব, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়াকে। কারণ, তিনিই সরকারের মূল নিরূপক। তাঁর ক্ষমতার নিরূপকতার সাথে ভাবনার মৌলিক ও বহুমাত্রিক সম্মিলন ঘটাতে হবে। কারর উপরই তাঁর অন্ধ নির্ভর দেশের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

[লেখক: অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়]

এদেশে বার বার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্র রাজনীতির কারণে অস্বাভাবিক দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ থেকেছে। যার ফলে জাতি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানব সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষানিকেতনগুলো যথার্থ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে বহুলভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর আরও পরিকল্পিত ও নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। সরকারে থাকা অবস্থাতে এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিকে আইনে রূপান্তরিত করবার সুযোগ তাঁর রয়েছে। প্রয়োজনে হরতাল ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়ে রেফারেন্ডাম দেওয়াও সম্ভব। কিন্তু এর জন্যে ডিনামিক উদ্যোগ ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রয়োজন। প্রথমতঃ ব্যাপক জনমত সৃষ্টি জরুরী। সে সুযোগ সরকারের আছে। বিশেষতঃ সুপারিশ কমিটি যখন এ বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছে। কিন্তু জোট সরকারের কর্মানুবন্ধে যথেষ্ট স্থবিরতা আছে বলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে।